বাংলাদেশের ইতিহাসঃ ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয়

NU StudyHub

পাকিস্তান সরকারের বৈষম্য

একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯৪৭-১৯৭১)

জ্যাক পারভেজ রোজারিও

প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), টঙ্গী সরকারি কলেজ, গাজীপুর

রাজনৈতিক বৈষম্য

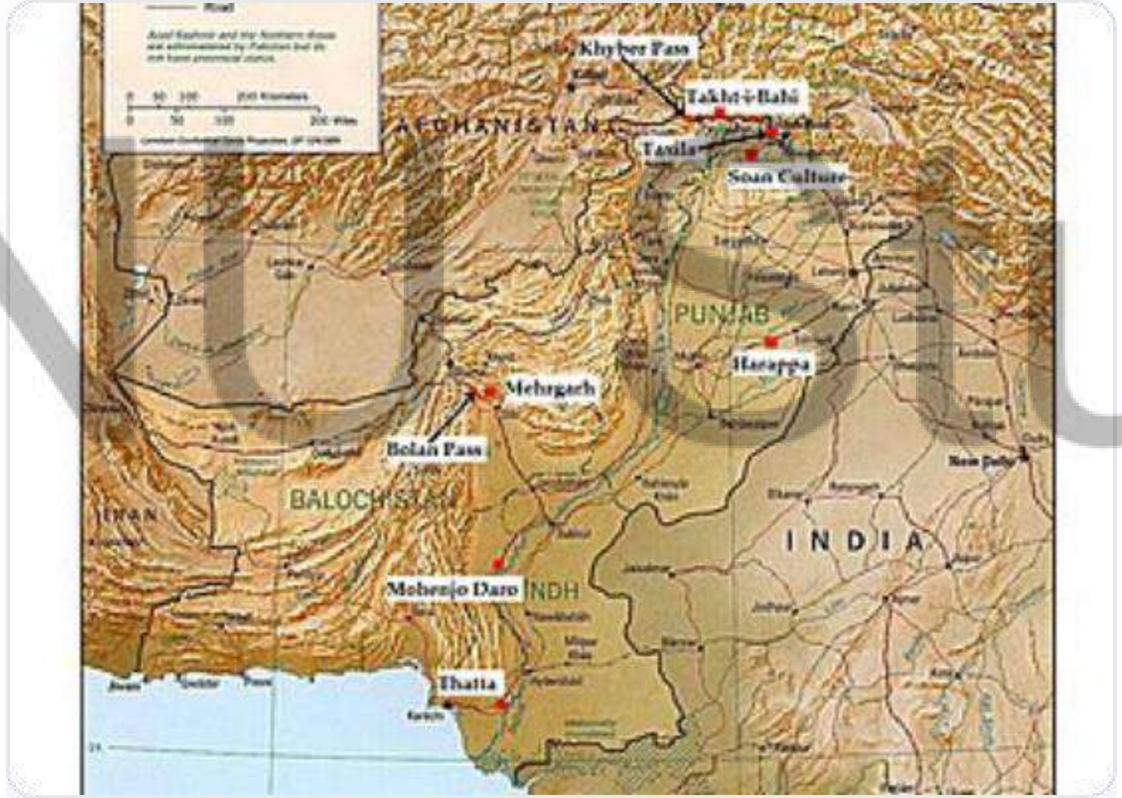

- **রাজধানী স্থাপন:** পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও রাজধানী করা হয় করাচিতে।
- **নেতৃত্বের অবজ্ঞা:** বাঙালির রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নিতে মুসলিম লীগের একাধিপত্য কায়েম।
- **যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল:** ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল মেনে না নিয়ে ১৯৫৬ সালে সরকার ভেঙে দেওয়া।
- **সামরিক শাসন:** ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের সামরিক আইন জারির মাধ্যমে বাঙালির কণ্ঠরোধ।

NUStudyHub

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

১৯৬৬ সালের একটি তুলনামূলক চিত্র:

পদবী	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান (বাঙালি)
সচিব (Secretary)	১৯ জন	০ জন
যুগ্ম-সচিব (Joint Secretary)	৩৮ জন	৮ জন
উপ-সচিব (Deputy Secretary)	১২৩ জন	৩৮ জন
পরিচালক (Director)	১৮১ জন	৮২ জন

উৎস: পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরিসংখ্যান।

NU StudyHub

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

উন্নয়ন বরাদ্দ (১৯৪৮-১৯৬০): পূর্ব বনাম পশ্চিম (কোটি টাকায়)

বৈদেশিক সাহায্যের প্রায় ৭০% পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হতো, অথচ বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আসত পূর্ব পাকিস্তানের পাট রপ্তানি থেকে।

NU Study Hub

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য

সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালির নগণ্য উপস্থিতি (১৯৬৩):

বিভাগ	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
সেনাবাহিনী (Army)	৯৫%	৫%
বিমানবাহিনী (Air Force)	৮৯%	১১%
নৌবাহিনী (Navy)	৮১%	১৯%

Central Shaheed Minar

প্রতিরক্ষার প্রধান দপ্তরগুলো সবই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।

NU StudyHub

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য

ভাষা ও পরিচয়

১৯৪৮ সালেই উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার মাধ্যমে বাঙালির অস্তিত্ব বিপন্ন করার চেষ্টা।

সংস্কৃতি দমন

রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধকরণ এবং বাঙালি উৎসব যেমন 'পহেলা বৈশাখ' পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি।

গণমাধ্যমের ওপর আঘাত

রেডিও ও টেলিভিশনে বাংলা অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচারে নানা বিধিনিষেধ আরোপ।

NU StudyHub

1952 Protest

"১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল এই সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রথম সম্মিলিত প্রতিবাদ।"

প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

আজকের পাঠের ওপর আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা আছে কি?

পরবর্তী ক্লাসের বিষয়: ৬-দফা কর্মসূচি ও বাঙালির মুক্তির সনদ

NU StudyHub

Image Sources

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Historic_pakistan_rel96b.JPG/330px-Historic_pakistan_rel96b.JPG

Source: en.wikipedia.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Shaheed_Minar%2C_Dhaka%2C_Bangladesh.jpg

Source: en.wikipedia.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/1952_Bengali_Language_movement.jpg/330px-1952_Bengali_Language_movement.jpg

Source: en.wikipedia.org

NU StudyHub

বাঙালির মুক্তির সনদ: ঐতিহাসিক ছয় দফা

NU StudyHub

বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | অনার্স ৯ম বর্ষ

বিষয়: বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস

ছয় দফা দাবির পটভূমি

NU StudyHub

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে এই ঐতিহাসিক দাবি উত্থাপন করেন।

ছয় দফা দাবি কী?

বাঙালির ম্যাগনা কার্টা

ব্রিটেনের ঐতিহাসিক 'ম্যাগনা কার্টা'র সাথে তুলনা করে একে বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির মূল ভিত্তি বলা হয়।

মুক্তির সনদ

এটি ছিল কেবল অর্থনৈতিক দাবি নয়, বরং একটি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পথে প্রথম সুসংগঠিত পদক্ষেপ।

NU StudyHub

১ম ও ২য় দফা: শাসনতান্ত্রিক কাঠামো

- **১ম দফা:** লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংসদীয় পদ্ধতির ফেডারেল সরকার গঠন। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভা গঠন।
- **২য় দফা:** কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে মাত্র দুটি বিষয় — **প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র**। অন্যান্য সব বিষয় থাকবে অঙ্গরাষ্ট্রের হাতে।

NU StudyHub

৩য় ও ৪র্থ দফা: মুদ্রা ও অর্থ ব্যবস্থা

- **৩য় দফা:** দুই অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। অথবা একই মুদ্রা থাকলে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকতে হবে।
- **৪র্থ দফা:** সকল প্রকার কর, শুল্ক বা খাজনা ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাষ্ট্রের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের খরচের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রসমূহ নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান করবে।

NU StudyHub

৫ম ও ৬ষ্ঠ দফা: বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা

- **৫ম দফা:** দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলো নিজস্ব অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার পাবে।
- **৬ষ্ঠ দফা:** আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে পৃথক আধাসামরিক বাহিনী (মিলিটিয়া বা প্যারামিলিটারি ফোর্স) গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে।

NU StudyHub

আন্দোলনে গুরুত্ব

ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে ৭ই জুন দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাধিকার চেতনা জাগরিত হয়।

ঐতিহাসিক মাইলফলক

৭

জুন, ১৯৬৬

ছয় দফা দিবস

গণজাগরণ

এই দিনেই মনু মিয়া সহ ১১ জন পুলিশের গুলিতে শহীদ হন, যা বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে এবং ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

NU StudyHub

বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশ

পরিচয় সংকট নিরসন

ধর্মভিত্তিক পরিচয়ের বদলে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদের দৃঢ় ভিত্তি তৈরি হয়।

অর্থনৈতিক সচেতনতা

পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতার ভিত্তি

৬ দফা ছিল মূলত স্বাধীনতার এক দফার পথে প্রথম মাইলফলক।

NU StudyHub

পাকিস্তানের জন্য হুমকি?

পাকিস্তানি শাসক আইয়ুব খান এই দাবিকে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ এবং ‘পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য হুমকি’ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

কিন্তু বাস্তবে এটি ছিল ন্যায়সংগত স্বায়ত্তশাসনের দাবি। শাসকগোষ্ঠী একে দমন করতে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা’ দায়ের করে, যা হিতে বিপরীত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে।

❖ Six Point Movement :

The six point movement was a Nationalist movement in then East Pakistan, spearheaded by Sheikh Mujibur Rahman,which called for greater autonomy for East Pakistan. It is considered a milestone on the road to the history of the independence of Bangladesh.

According to Raunaq Jahan, "Although the six-point movement was short-lived, it brought about a major change in Bengali politics and determined the pace and nature of subsequent political movements".

❖ Background / Reasons Behind the Six Point Movement :

The main reason for proposing this six point programme was to end Master-slave rule in Pakistan. To get rid of the colonial rule and exploitation of Pakistanis, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman announced the six points program in 1966. The purpose of

NU Study Hub

এক নজরে প্রভাব

পর্যায়	গুরুত্ব ও প্রভাব
রাজনৈতিক	বাঙালি নেতৃত্ব হিসেবে বঙ্গবন্ধুর একক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়।
সামাজিক	শিক্ষক, ছাত্র ও শ্রমজীবী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বাড়ে।
সাংস্কৃতিক	বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
চূড়ান্ত লক্ষ্য	৬ দফা থেকে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান হয়ে ৭০-এর নির্বাচন ও ৭১-এর স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়।

NU StudyHub

Image Sources

NU StudyHub

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Sheikh_Mujibur_Rahman_Announcing_6_Points_At_Lahore.jpg

Source: en.wikipedia.org

https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/666479835/original/05ac779d97/1?v=1

Source: es.scribd.com

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

বাংলাদেশের ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | অনার্স ১ম বর্ষ

NU StudyHub

পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাগরণ এবং স্বৈরাচারের পতন

NU StudyHub

গণঅভ্যুত্থানের প্রধান কারণসমূহ

রাজনৈতিক কারণ

আয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন, রাজনৈতিক দমন-পীড়ন এবং ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি তীব্র হওয়া ছিল এই অভ্যুত্থানের মূল ভিত্তি।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বাঙালিদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং তারা রাজপথে নেমে আসে।

NU StudyHub

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি।
- আয়ুব খানের সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটানো।
- ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা।
- একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন।

আন্দোলনের রক্তঝরা মাইলফলক

NU StudyHub

২০

জানুয়ারি: শহীদ আসাদ

ছাত্র নেতা আসাদের মৃত্যুতে আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

১৫

ফেব্রুয়ারি: সার্জেন্ট জহুরুল হক

বন্দি অবস্থায় হত্যার খবরে ঢাকা আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়।

১৮

ফেব্রুয়ারি: ড. শামসুজ্জোহা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষকের মৃত্যু বুদ্ধিজীবীদের রাস্তায় নামায়।

গণঅভ্যুত্থানের প্রকৃতি

- **অভূতপূর্ব গণঅংশগ্রহণ:** ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-শ্রমিক এবং সাধারণ জনতার এক অভূতপূর্ব ঐক্য ছিল এই আন্দোলনের প্রাণ।
- **ছাত্র নেতৃত্বের ভূমিকা:** ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফা দাবি এই আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত করে।
- **অসাম্প্রদায়িক চেতনা:** এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক।
- **স্বতঃস্ফূর্ততা:** এটি ছিল একটি স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ যা সামরিক জান্তার ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

NU StudyHub

শহীদ আসাদ ও আন্দোলনের বেগ

"আসাদের রক্তমাখা শার্ট আজ আমাদের পতাকা"

২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে পুলিশের গুলিতে শহীদ আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানের মৃত্যু সারা দেশজুড়ে দাবানলের মতো বিক্ষোভ ছড়িয়ে দেয়। আসাদের এই আত্মদান ছিল ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের টার্নিং পয়েন্ট।

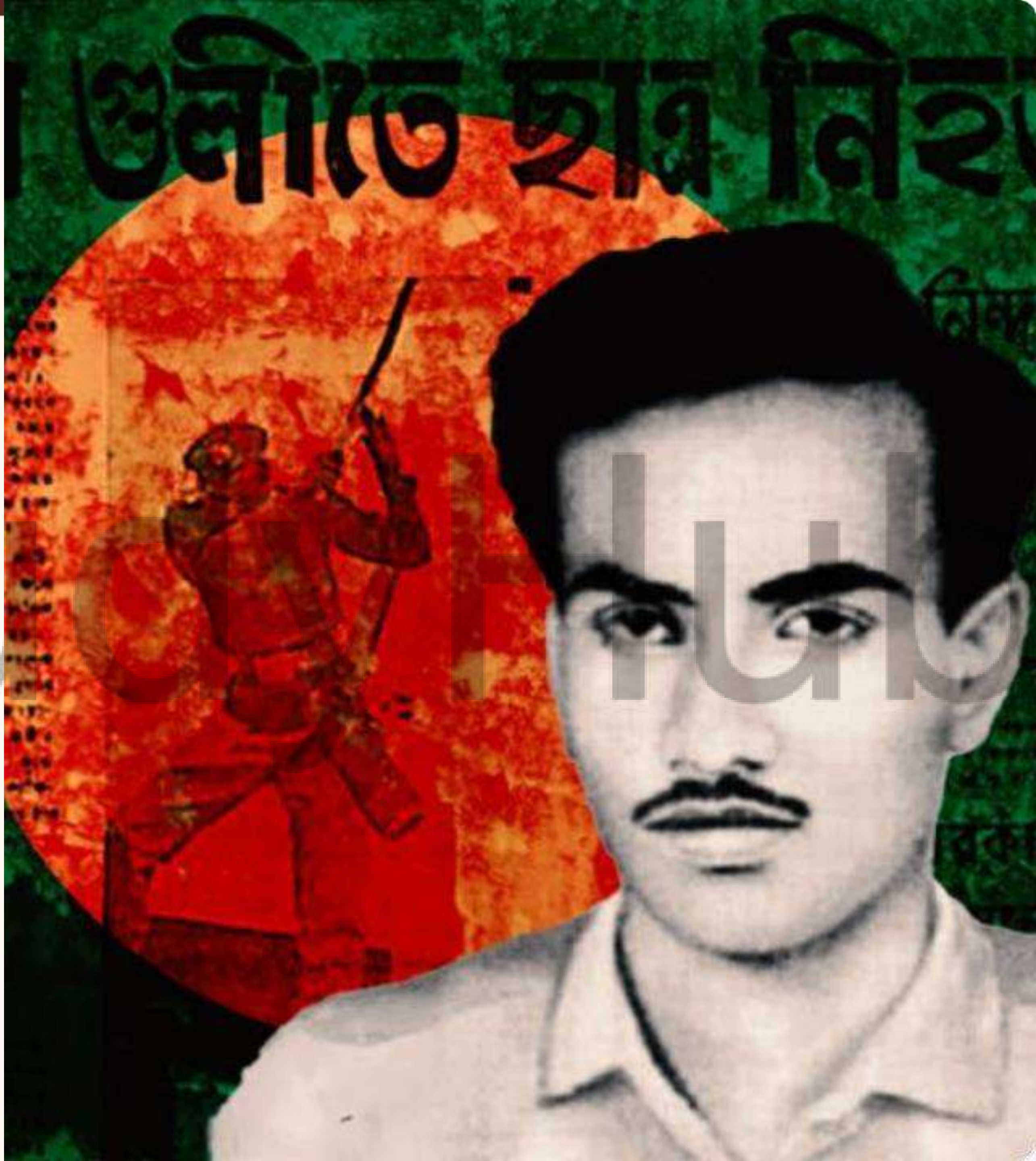

NU Study Hub

ফলাফল ও তাৎপর্য

NU StudyHub

বন্দী মুক্তি

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি।

বঙ্গবন্ধু উপাধি

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে ছাত্র জনতা শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে।

আয়ুবের পদত্যাগ

দীর্ঘ ১০ বছরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে ২৫ মার্চ আয়ুব খান পদত্যাগ করেন।

ঘটনাপঞ্জি: ১৯৬৯ (জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি)

তারিখ	প্রধান ঘটনা	ফলাফল / প্রভাব
২০ জানুয়ারি	ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানের শাহাদাত	গণআন্দোলনের সূচনা ও তীব্রতা বৃদ্ধি
২৪ জানুয়ারি	গণঅভ্যুত্থান দিবস (শহীদ মতিউর)	আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে
১৫ ফেব্রুয়ারি	সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা	সামরিক শাসন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে
২২ ফেব্রুয়ারি	আগরতলা মামলা প্রত্যাহার	রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি লাভ
২৫ মার্চ	আয়ুব খানের পদত্যাগ	জনগণ ও ছাত্র শক্তির চূড়ান্ত বিজয়

NU StudyHub

Image Sources

NU StudyHub

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Mass_uprising_1969_Dhaka_University.jpg/250px-Mass_uprising_1969_Dhaka_University.jpg

Source: en.wikipedia.org

https://en.banglaoutlook.org/uploads/2025/01/online/photos/Asad_main-678e01ee9d8bc.jpeg

Source: en.banglaoutlook.org

কোনো প্রশ্ন আছে?

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সোপান।

পরবর্তী ক্লাসের বিষয়: ১৯৭০-এর নির্বাচন

NU StudyHub

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথে এক অনন্য মাইলফলক

কোর্স: বাংলাদেশের ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি
অনার্স ১ম বর্ষ (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)

NU StudyHub

১৯৭০ সালের নির্বাচন: প্রেক্ষাপট

১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের পর আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন। তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর (জাতীয় পরিষদ) ও ১৭ ডিসেম্বর (প্রাদেশিক পরিষদ) নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।

- এটি ছিল অখণ্ড পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন।
- এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- নির্বাচনী প্রচারণার মূল ভিত্তি ছিল বাঙালির বাঁচার দাবি "ছয় দফা"।

NU Study Hub

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রধান দলসমূহ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

নেতৃত্বে: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রধান দাবি: ৬-দফা ও ১১-দফা কর্মসূচি। প্রতীক: নৌকা।

পাকিস্তান পিপলস পার্টি

নেতৃত্বে: জুলফিকার আলী ভুট্টো। প্রধান ভিত্তি: পশ্চিম পাকিস্তান (পাঞ্জাব ও সিন্ধু)। প্রতীক: তলোয়ার।

মুসলিম লীগ (বিভিন্ন গ্রুপ)

কাইয়ুম গ্রুপ, কাউন্সিল ও কনভেনশন মুসলিম লীগ ছিল অন্যতম প্রতিপক্ষ দল।

অন্যান্য দল

জামায়াতে ইসলামী, পিডিপি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ও স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ।

NU StudyHub

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

রাজনৈতিক দল	পূর্ব পাকিস্তান (আসন)	পশ্চিম পাকিস্তান (আসন)	মোট আসন
আওয়ামী লীগ	১৬৭ (৭টি নারী আসনসহ)	০	১৬৭
পিপলস পার্টি (PPP)	০	৮৮	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	০	৯	৯
অন্যান্য ও স্বতন্ত্র	২	৪৭	৪৯

** মোট আসন ৩১৩টির মধ্যে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।*

NU StudyHub

জাতীয় পরিষদে আসন বন্টন চিত্র

NU StudyHub

প্রাদেশিক পরিষদ ফলাফল:

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের **৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি** আসনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

- **বাঙালির ম্যান্ডেট:** এই ফলাফল ছিল বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা কর্মসূচির প্রতি জনগণের স্পষ্ট ম্যান্ডেট বা স্বীকৃতি।
- **জাতীয়তাবাদের বিজয়:** নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত বিজয় ঘটে এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা প্রমাণিত হয়।
- **বৈধ ক্ষমতার ভিত্তি:** এই বিজয় বঙ্গবন্ধুকে বাঙালির একমাত্র বৈধ ও আইনানুগ নেতা হিসেবে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করে।
- **অখন্ড পাকিস্তানের সংকট:** ফলাফল প্রমাণ করে যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক চিন্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন।
- **স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত:** এই নির্বাচনের রায় না মেনে নেওয়ায় বাঙালি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত হওয়ার নৈতিক শক্তি পায়।
- **প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পরাজয়:** মুসলিম লীগের মতো রক্ষণশীল ও পাকিস্তানপন্থী দলগুলোর এদেশ থেকে চিরতরে বিলুপ্তি ঘটে।
- **গণতান্ত্রিক ভিত্তি:** এটি ছিল বাঙালির ইতিহাসে প্রথম গণতান্ত্রিক রায়, যা পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনের বৈধ ভিত্তি তৈরি করে।

NU StudyHub

প্রশ্ন ও উত্তর

১৯৭০ সালের নির্বাচন নিয়ে তোমাদের কোনো প্রশ্ন বা অস্পষ্টতা থাকলে নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করতে পারো।

সরাসরি প্রশ্ন করো

চ্যাট বক্সে লিখো

ধন্যবাদ সবাইকে। পরবর্তী ক্লাসে আমরা '১৯৭১ এর অসহযোগ আন্দোলন' নিয়ে আলোচনা করব।

NU StudyHub

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলী

১. পাকিস্তান শাসনামলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য বর্ণনা করো।

২. ছয় দফা কর্মসূচি কি? ছয় দফার দাবিগুলো কি কি ছিল? বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব তুলে ধরো।

৩. ১৯৬৬ সালের ছয় দফা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন- ব্যাখ্যা কর।

৪. বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৫. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি, কারণ এবং ফলাফল/প্রভাব আলোচনা কর।

৬. ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের বিজয়- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের প্রেক্ষাপটে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৭. ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ফলাফলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

৮. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক ঘটনা- ব্যাখ্যা কর।

৯. স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে জাতি গঠনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ সংক্ষেপে লেখো।

NU StudyHub

প্রশ্ন ও উত্তর

১৯৭০ সালের নির্বাচন নিয়ে তোমাদের কোনো প্রশ্ন বা অস্পষ্টতা থাকলে নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করতে পারো।

NU StudyHub

সরাসরি প্রশ্ন করো

চ্যাট বক্সে লিখো

ধন্যবাদ সবাইকে। পরবর্তী ক্লাসে আমরা '১৯৭১ এর অসহযোগ আন্দোলন' নিয়ে আলোচনা করব।

বাংলাদেশের ইতিহাস: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ

NU StudyHub

ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয় কোর্স (অনার্স ১ম বর্ষ)

অনলাইন ক্লাস প্রেজেন্টেশন

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ: একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন। দীর্ঘ ২৪ বছরের পাকিস্তানি শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি।

- শুরু: ২৫শে মার্চ কালোরাত, ১৯৭১
- দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র সংগ্রাম
- ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম
- বিজয়: ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১

NU Stu

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র: সংবিধানের ভিত্তি

ঐতিহাসিক দলিল

১০ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক এই ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় যা বাংলাদেশের প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান হিসেবে পরিচিত।

প্রধান লক্ষ্যত্রয়

ঘোষণাপত্রের মূল মন্ত্র ছিল তিনটি: সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

NU StudyHub

আইনগত ভিত্তি

এটি ২৬শে মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকে আইনগত বৈধতা প্রদান করে।

সার্বভৌমত্ব ঘোষণা

বাংলাদেশের মানুষকে একটি সার্বভৌম ও স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা হয়।

মুজিবনগর সরকার: প্রথম প্রবাসী সরকার

- **গঠন:** ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১
- **শপথ গ্রহণ:** ১৭ই এপ্রিল, বৈদ্যনাথতলা (মেহেরপুর)
- **রাষ্ট্রপতি:** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- **প্রধানমন্ত্রী:** তাজউদ্দীন আহমদ
- **পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী:** খন্দকার মোশতাক আহমদ

NU Study Hub

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ম্যাপ

যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সামরিক সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সেক্টরের অধীনে সাব-সেক্টর কাজ করত।

- ১০ নং সেক্টর (নৌ-কমান্ডো): কোন আঞ্চলিক সীমানা ছিল না
- ব্রিগেড ফোর্স: জেড ফোর্স, এস ফোর্স ও কে ফোর্স
- প্রধান সেনাপতি: এম. এ. জি. ওসমানী

NU StudyHub

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব (অংশ-১)

NU StudyHub

- **জাতীয় সার্বভৌমত্ব লাভ:** দীর্ঘ সংগ্রামের পর একটি স্বাধীন ভূখণ্ড ও সার্বভৌমত্ব অর্জন।
- **শোষণের অবসান:** পশ্চিম পাকিস্তানের ২৪ বছরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার অবসান।
- **অসাম্প্রদায়িক চেতনা:** হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবার সম্মিলিত ত্যাগের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠন।
- **গণতন্ত্রের ভিত্তি:** জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে শাসনভার অর্পণের অঙ্গীকার।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব (অংশ-২)

NU StudyHub

- **সংস্কৃতির সুরক্ষা:** বাংলা ভাষা ও বাঙালির দীর্ঘদিনের সংস্কৃতিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।
- **আন্তর্জাতিক মর্যাদা:** বিশ্ব মানচিত্রে একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়।
- **অনুপ্রেরণার উৎস:** মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর বড় শিক্ষা।

"মুক্তিকামী মানুষের জন্য একাত্তর চিরকাল আলোর দিশারি হয়ে থাকবে।"

জাতি গঠনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ (অংশ-১)

অবকাঠামো পুনর্গঠন

যুদ্ধের ফলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া রাস্তাঘাট, ব্রিজ, বন্দর ও কলকারখানা দ্রুত মেরামত করা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

শূন্য রাজকোষ এবং বিপর্যস্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে অর্থনীতি সচল করা ছিল অন্যতম প্রধান বাধা।

শরণার্থী পুনর্বাসন

ভারতে আশ্রয় নেওয়া ১ কোটি শরণার্থীকে দেশে ফিরিয়ে এনে ঘরবাড়ি ও খাদ্যের সংস্থান করা।

নতুন সংবিধান প্রণয়ন

একটি নতুন স্বাধীন দেশের জন্য জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে দ্রুত সংবিধান রচনা করা।

NU StudyHub

জাতি গঠনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ (অংশ-২)

শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা

সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র জমা নেওয়া এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো।

প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি

কেন্দ্রীয় সচিবালয় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত একটি দক্ষ ও জনবান্ধব আমলাতন্ত্র গড়ে তোলা।

NU StudyHub

প্রশ্ন ও উত্তর পর্ব

আজকের আলোচনা নিয়ে আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

ধন্যবাদ

NU StudyHub

Image Sources

NU StudyHub

https://www.nationalarchives.gov.uk/wp-content/uploads/2022/11/trafalgar-square-rally-1100px.gif

Source: www.nationalarchives.gov.uk

https://www.londoni.co/images/history/muktijuddho/mujibnagar-ceremony.jpg

Source: www.londoni.co

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Sectors_of_Bangladesh_Liberation_War.svg

Source: en.wikipedia.org